শিক্ষাবৃত্তি

❒ **অনুদানের প্রাপ্যতা:**

- ❖ মূলপদ ১৩তম-২০তম গ্রেডে কর্মরত সরকারি ও বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীর সন্তানদের ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধ্যয়নরত অনধিক ২ (দুই) সন্তানের জন্য বছরে একবার শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়;
- ❖ সরকারি ও বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সকল গ্রেডের অক্ষম, অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কর্মচারীর ৯ম শ্রেণি থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধ্যয়নরত অনধিক ২ (দুই) সন্তানের জন্য বছরে একবার শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়;

❑ **শিক্ষাবৃত্তির হার:** প্রতি বছর অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনের মধ্যে শ্রেণিভিত্তিক যোগ্য ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এবং বরাদ্দকৃত অর্থ অনুপাতে শিক্ষাবৃত্তির হার নির্ধারণপূর্বক অনুদান প্রদান করা হয়।

অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলী

রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া (কর্মরত - রাজস্বখাতের কর্মচারীগণের জন্য):

১. শিক্ষাবৃত্তির অনলাইন আবেদনের জন্য বোর্ডের ওয়েবসাইট www.bkkb.gov.bd এর অভ্যন্তরীণ ই-সেবাসমূহ থেকে **“শিক্ষাবৃত্তির অনলাইন আবেদন”** লিংকটিতে ক্লিক করে অথবা ব্রাউজারের এড্রেস বারে eservice.bkkb.gov.bd টাইপ করে Enter বাটন ক্লিক করতে হবে;

২. হোম পেইজ থেকে "রেজিস্ট্রেশন" বাটনে ক্লিক করে কর্মচারীর ধরন এবং কর্মচারীর কর্মক্ষেত্রের ধরন বাছাই করতে হবে। কর্মচারীর ধরন ‘কর্মরত/পিআরএল ভোগরত’ এবং কর্মচারীর কর্মক্ষেত্রের ধরন 'রাজস্বখাতভুক্ত' বাছাই করলে পে-ফিক্সেশন নম্বর ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর **(১০ অথবা ১৭ ডিজিটের)** প্রদান করতে হবে;

৩. রেজিস্ট্রেশনের ২য় ধাপে কর্মচারীর কর্মরত বিভাগ, জেলা, উপজেলা নির্বাচন করে কর্মচারীর প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও পাসওয়ার্ড প্রদানপূর্বক ‘রেজিস্ট্রেশন করুন’ বাটনে ক্লিক করে রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ করতে হবে। **উল্লেখ্য, ঢাকা মহানগরীতে কর্মরত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ঢাকা মহানগর ও বিভাগের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে নিজ নিজ বিভাগীয় কার্যালয়ে অনলাইনে আবেদন করতে হবে**;

৪. কর্মচারী/আবেদনকারীর মোবাইল নম্বরে ৬ ডিজিটের একটি ভেরিফিকেশন কোড (OTP) যাবে। “অভিনন্দন, রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। আপনার মোবাইল নম্বরে পাঠনো OTP (One Time Password) ১৫ মিনিটের মধ্যে সাবমিট করে একাউন্টটি সক্রিয় করুন।” কোড নম্বরটি দিয়ে ‘সাবমিট’ বাটনে ক্লিক করলে, ‘অভিনন্দন আপনার রেজিস্ট্রেশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে’ এই শিরোনামের একটি ক্ষুদেবার্তা প্রদর্শন করবে;

৫. ইতোপূর্বে যারা বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনলাইন সেবার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছেন তাঁদের পুনরায় রেজিস্ট্রেশন করার প্রয়োজন নেই;

শিক্ষাবৃত্তি

রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া (অক্ষম/অবসরপ্রাপ্ত/মৃত - রাজস্বখাতের কর্মচারীগণের জন্য):

১. শিক্ষাবৃত্তির অনলাইন আবেদনের জন্য বোর্ডের ওয়েবসাইট www.bkkb.gov.bd এর অভ্যন্তরীণ ই-সেবাসমূহ থেকে **"শিক্ষাবৃত্তির অনলাইন আবেদন"** লিংকটিতে ক্লিক করে অথবা ব্রাউজারের এড্রেস বারে eservice.bkkb.gov.bd টাইপ করে Enter বাটন ক্লিক করতে হবে;

২. হোম পেইজ থেকে "রেজিস্ট্রেশন" বাটনে ক্লিক করে কর্মচারীর ধরন 'অক্ষম/অবসরপ্রাপ্ত/মৃত', কর্মচারীর কর্মক্ষেত্রের ধরন 'রাজস্বখাতভুক্ত' এবং কর্মচারীর অবস্থা নির্বাচন করে পে-ফিক্সেশন নম্বর ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর (১০ অথবা ১৭ ডিজিটের) প্রদান করতে হবে;

৩. কর্মচারী ২০১৫ সালের পূর্বে অক্ষম/অবসরপ্রাপ্ত/মৃত্যুবরণ করলে পে-ফিক্সেশন নম্বর প্রদান করতে হবে না। শুধুমাত্র জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর প্রদান করতে হবে;

৬. রেজিস্ট্রেশনের ২য় ধাপে কর্মচারীর কর্মরত বিভাগ, জেলা, উপজেলা নির্বাচন করে কর্মচারীর প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও পাসওয়ার্ড প্রদানপূর্বক 'রেজিস্ট্রেশন করুন' বাটনে ক্লিক করে রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ করতে হবে। **উল্লেখ্য, ঢাকা মহানগরীতে কর্মরত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ঢাকা মহানগর ও বিভাগের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে নিজ নিজ বিভাগীয় কার্যালয়ে অনলাইনে আবেদন করতে হবে**;

৪. কর্মচারী/আবেদনকারীর মোবাইল নম্বরে ৬ ডিজিটের একটি ভেরিফিকেশন কোড (OTP) যাবে। "অভিনন্দন, রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। আপনার মোবাইল নম্বরে পাঠনো OTP (One Time Password) ১৫ মিনিটের মধ্যে সাবমিট করে একাউন্টটি সক্রিয় করুন।" কোড নম্বরটি দিয়ে 'সাবমিট' বাটনে ক্লিক করলে, 'অভিনন্দন আপনার রেজিস্ট্রেশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে' এই শিরোনামের একটি ক্ষুদেবার্তা প্রদর্শন করবে;

৫. হোম পেইজ থেকে মোবাইল নম্বর এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করার পর আবেদনকারীর ছবি ও প্রোফাইল তথ্য আপডেট করতে হবে;

৬. অবসরপ্রাপ্ত ও অক্ষম কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অবসরের অফিস আদেশ, মৃত কর্মচারীর ক্ষেত্রে মৃত্যুর সনদ এবং আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত স্ক্যান কপি আপলোড করে দাখিল করতে হবে;

৭. দাখিল করার পর বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হলে 'আপনার রেজিস্ট্রেশনটি অনুমোদিত হয়েছে' এই শিরোনামের একটি ক্ষুদেবার্তা প্রদর্শন করবে;

৮. ইতোপূর্বে যারা বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনলাইন সেবার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছেন তাঁদের পুনরায় রেজিস্ট্রেশন করার প্রয়োজন নেই;

শিক্ষাবৃত্তি

রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া - স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের (পে-ফিক্সেশন ভেরিফিকেশন নম্বর নেই) কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে

১. শিক্ষাবৃত্তির অনলাইন আবেদনের জন্য বোর্ডের ওয়েবসাইট www.bkkb.gov.bd এর অভ্যন্তরীণ ই-সেবাসমূহ থেকে **"শিক্ষাবৃত্তির অনলাইন আবেদন"** লিংকটিতে ক্লিক করে অথবা ব্রাউজারের এড্রেস বারে eservice.bkkb.gov.bd টাইপ করে Enter বাটন ক্লিক করতে হবে;

২. হোম পেইজ থেকে "রেজিস্ট্রেশন" বাটনে ক্লিক করে কর্মচারীর ধরন নির্বাচন, কর্মক্ষেত্রের ধরন 'বোর্ড তালিকাভুক্ত সংস্থা', কর্মচারীর অবস্থা নির্বাচনপূর্বক জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর (১০ অথবা ১৭ ডিজিটের) প্রদান করতে হবে এবং তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম নির্বাচন করতে হবে;

৩. রেজিস্ট্রেশনের ২য় ধাপে কর্মচারীর কর্মরত বিভাগ, জেলা, উপজেলা নির্বাচন করে কর্মচারীর প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও পাসওয়ার্ড প্রদানপূর্বক 'রেজিস্ট্রেশন করুন' বাটনে ক্লিক করে রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ করতে হবে;

৪. কর্মচারী/আবেদনকারীর মোবাইল নম্বরে ৬ ডিজিটের একটি ভেরিফিকেশন কোড (OTP) যাবে। "অভিনন্দন, রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। আপনার মোবাইল নম্বরে পাঠনো OTP (One Time Password) ১৫ মিনিটের মধ্যে সাবমিট করে একাউন্টটি সক্রিয় করুন।" কোড নম্বরটি দিয়ে 'সাবমিট' বাটনে ক্লিক করলে, 'অভিনন্দন আপনার রেজিস্ট্রেশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে' এই শিরোনামের একটি ক্ষুদেবার্তা প্রদর্শন করবে;

৫. ভেরিফিকেশন কোড (OTP) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাওয়া না গেলে "পুনরায় OTP পাঠান" বাটনে ক্লিক করে OTP প্রেরণের এবং মোবাইল নাম্বর ভুল হলে "রেজিস্টার্ড মোবাইল নাম্বর সংশোধন/পরিবর্তন করুন" বাটনে ক্লিক করে মোবাইল নাম্বর পরিবর্তন করার ব্যবস্থা রয়েছে;

৬. হোম পেইজ থেকে মোবাইল নম্বর এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করার পর আবেদনকারীর ছবি ও প্রোফাইল (রেজিস্ট্রেশন) আপডেট করতে হবে। তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংযুক্তিসমূহ নিম্নরূপ:
   i. রেজিস্ট্রেশন ফরম ডাউনলোড করে কর্মচারীর অফিস কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরিত স্ক্যান কপি
   ii. নিয়োগপত্র/ সর্বশেষ পদোন্নতির আদেশ এর সত্যায়িত স্ক্যান কপি,
   iii. অবসরপ্রাপ্ত ও অক্ষম কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অবসরের অফিস আদেশ,
   iv. মৃত কর্মচারীর ক্ষেত্রে মৃত্যুর সনদ এবং
   v. কর্মচারী/আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত স্ক্যান কপি আপলোড করে দাখিল করতে হবে;

৭. সংযুক্তিসমূহ দাখিল করার পর বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্ব স্ব কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন অনুমোদিত হলে 'আপনার রেজিস্ট্রেশনটি অনুমোদিত হয়েছে' এই শিরোনামের একটি ক্ষুদেবার্তা প্রদর্শন করবে এবং আবেদন দাখিল করতে পারবেন;

শিক্ষাবৃত্তি

অনলাইনে দরখাস্ত করার নিয়মাবলী (আবেদনের কোন হার্ডকপি গ্রহণ করা হবে না)

১. রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হওয়ার পর - হোম পেজ থেকে **"শিক্ষাবৃত্তির আবেদন করতে এখানে ক্লিক করুন"** বাটনে ক্লিক করে নিয়মাবলী অনুযায়ী পরবর্তী ধাপে আবেদন ফরমের প্রতিটি কলাম যথাযথভাবে পূরণ করে **"সংরক্ষণ করুন"** বাটনে ক্লিক করে সংরক্ষণ করলে "আবেদন প্রিন্ট করুন", "সংশোধন করুন", "ডাউনলোড করুন" ৩টি বাটন পাওয়া যাবে। বাটনগুলো ব্যবহার করে আবেদনের তথ্যাদি সংশোধন করা যাবে, প্রিন্ট করা যাবে এবং ডাউনলোড করা যাবে;

২. আবেদনকারীর ছবি সম্বলিত আবেদন ফরমটি ডাউনলোড করে প্রিন্ট করতে হবে;

৩. **যে সকল কাগজপত্রের - স্ক্যান কপি আপলোড করতে হবে:**

   I. আবেদন ফরম প্রিন্ট করার পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর ও সীল, অফিস কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীল এবং স্মারক নং ও তারিখ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ পূরণকৃত ফরম এর স্ক্যান কপি আপলোড করতে হবে;

   II. কর্মচারীর/আবেদনকারীর স্বাক্ষর স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে;

৪. **যে সকল কাগজপত্রের ফটোকপি - ১ম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার কর্তৃক/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান/মনোনীত কর্মরত শিক্ষক/অফিস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে - স্ক্যান কপি আপলোড করতে হবে:**

   I. ছাত্র/ ছাত্রী বিগত বাৎসরিক/ বোর্ড/ সেমিস্টার/ টার্ম ফাইনাল যে পরীক্ষায় পাস করেছে তার নম্বরপত্র,

   II. কর্মচারী অবসরপ্রাপ্ত হলে অবসর গ্রহণের আদেশ অথবা মৃত হলে মৃত্যুসনদ,

   III. আবেদনকারীর MICR চেক বইয়ের পাতা,

৫. কাগজপত্র সঠিকভাবে আপলোড করার পর **"চূড়ান্তভাবে দাখিল"** বাটনে ক্লিক করে দাখিল করতে হবে;

৬. আবেদনটি সফলভাবে দাখিল হলে আবেদনকারী তাঁর মোবাইল ফোনে **আবেদন গ্রহণের ডায়েরি নম্বর ও তারিখ সম্বলিত একটি ক্ষুদেবার্তা** পাবেন এবং পরবর্তীতে অনলাইনে লগইন করে তার আবেদনের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন;

৭. অসম্পূর্ণ আবেদনের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে তাঁর মোবাইল ফোনে ক্ষুদেবার্তার মাধ্যমে অবহিত করা হবে;

৮. অনুমোদিত আবেদনের তথ্য আবেদনকারীর মোবাইল ফোনে ক্ষুদেবার্তা মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে এবং অনুমোদিত অর্থ ইএফটি'র মাধ্যমে আবেদনকারীর উল্লেখিত ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হবে;

৯. অনলাইনে আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে যে কোন সহায়তার জন্য কর্মচারীগণ যে বিভাগে কর্মরত আছেন/ছিলেন সেই বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

শিক্ষাবৃত্তি - অনলাইনে দরখাস্ত করার শর্তাবলী:

১. মূলপদ ১৩তম-২০তম গ্রেডে কর্মরত সরকারি ও বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীর সন্তানদের ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধ্যয়নরত অনধিক ২ (দুই) সন্তানের জন্য '**শিক্ষাবৃত্তি**' এবং সরকারি ও বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সকল গ্রেডের অক্ষম, অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কর্মচারীর ৯ম শ্রেণি থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধ্যয়নরত অনধিক ২ (দুই) সন্তানের জন্য **'শিক্ষাবৃত্তি'র** আবেদন করতে পারবেন;

২. স্বামী/স্ত্রী উভয়ই সরকারি চাকরিতে কর্মরত হলে কেবল একজনই সন্তানদের '**শিক্ষাবৃত্তি**' লাভের জন্য আবেদন করতে পারবেন; সেক্ষেত্রে প্রত্যেক সন্তানের অনলাইন জন্ম নিবন্ধন নম্বর ও জন্ম তারিখ দাখিল বাধ্যতামূলক;

৩. চাকরিরত, অনিয়মিত এবং বিবাহিত এরূপ ছাত্র/ ছাত্রীগণ এ **'শিক্ষাবৃত্তি'** লাভের যোগ্য নন;

৪. পূর্ববর্তী শ্রেণীর ফলাফলের প্রমাণক হিসেবে নম্বরপত্র ফটোকপি/মূলকপি/স্ক্যানকপি/অনলাইন সিস্টেম জেনারেটেড ফলাফল প্রদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সত্যায়িত করে দাখিল করতে হবে;

৫. সত্যায়নের ক্ষেত্রে **১ম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার কর্তৃক/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান/মনোনীত কর্মরত শিক্ষক/অফিস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত** হতে হবে;

৬. অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদন ফরমে আবেদনকারীর স্বাক্ষর, স্মারক নম্বর ও তারিখ, অফিস প্রধান/মনোনিত কর্মকর্তার স্বাক্ষর, নাম ও পদবিযুক্ত সিল এবং ছাত্র/ছাত্রীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান/মনোনীত শিক্ষকের স্বাক্ষর, নাম ও পদবিযুক্ত সিল থাকতে হবে;

৭. সদ্য পাশকৃত ছাত্র/ছাত্রী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছেন তাদের অবশ্যই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধান) কর্তৃক সুপারিশ নিতে হবে; যারা ভর্তি হতে পারেননি তারা পূর্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আবেদনের শর্ত ও দরখাস্ত করার নিয়মাবলী অনুযায়ী সুপারিশ/প্রত্যয়ন গ্রহণ করবেন;

৮. অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট ও ত্রুটিপূর্ণ আবেদন এবং সত্যায়নবিহীন নম্বরপত্র বিবেচনা করা হবে না। সেক্ষেত্রে এসএমএসের মাধ্যমে প্রেরিত আপত্তির যথাযথ জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে না পাওয়া গেলে আবেদনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে;

৯. বিজ্ঞপ্তির শর্ত ও দরখাস্ত করার নিয়মাবলী অনুযায়ী নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘাটতি সম্বলিত আবেদন সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে;

১০. ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রে promoted নম্বরপত্র বাতিল বলে গন্য হবে। অনার্স/মাস্টার্স/মেডিকেল কলেজ/ইঞ্জিনিয়ারিং/কৃষি/ সমমান শ্রেণির ১ম/২য়/৩য়/৪র্থ বর্ষ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে যদি ফলাফল Promoted অপশন সিলেক্ট করা হলে সেক্ষেত্রে আবেদনটি বিবেচনাযোগ্য হবে, তবে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধান) কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করতে হবে;

১১. অক্ষম, অবসরপ্রাপ্ত, মৃত কর্মচারীর আবেদন ফরমে অফিস প্রধান বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই;

১২. বোর্ডের তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণ বিজ্ঞপ্তির শর্ত অনুযায়ী আবেদন করিতে পারিবেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যতিরেকে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী আবেদন করলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

১৩. আবেদনকারীর ব্যাংকের নাম, শাখার নাম (জেলা ও উপজেলাসহ), হিসাব নম্বর ও রাউটিং নম্বর ভুল প্রদান করলে তার দায়-দায়িত্ব আবেদনকারীর;

১৪. মূলপদ ১৩তম-২০তম গ্রেডে কর্মরত সরকারি কর্মচারীর সন্তানদের **'শিক্ষাবৃত্তি'** পাওয়ার জন্য বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র/ ছাত্রীকে পূর্ববর্তী বাৎসরিক / বোর্ড/ সেমিস্টার/ টার্ম ফাইনাল পরীক্ষায় প্রত্যেক বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়ে নিম্নবর্ণিত জিপিএ/ সিজিপিএ অর্জন করতে হবে:

শ্রেণি	**'শিক্ষাবৃত্তি' পাওয়ার যোগ্যতা**
মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি)	জিপিএ ৩ অথবা গড়ে ৫০% নম্বর
উচ্চ মাধ্যমিক (একাদশ- দ্বাদশ)	জিপিএ ৩ অথবা গড়ে ৫০% নম্বর
উচ্চশিক্ষা (স্নাতক- স্নাতকোত্তর) অথবা সমমানের	নূন্যতম সিজিপিএ ২.৫ (৪.০০)
এমবিবিএস/প্রকৌশলী	নূন্যতম সিজিপিএ ২.৫ (৪.০০)

১৫. **সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার অক্ষম/ অবসরপ্রাপ্ত/ মৃত কর্মচারীর** সন্তানদের '**শিক্ষাবৃত্তি**' পাওয়ার জন্য বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীকে পূর্ববর্তী বাৎসরিক/বোর্ড/সেমিস্টার/ টার্ম ফাইনাল পরীক্ষায় প্রত্যেক বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়ে নিম্নবর্ণিত জিপিএ / সিজিপিএ অর্জন করতে হবে:

শ্রেণি	**'শিক্ষাবৃত্তি' পাওয়ার যোগ্যতা**
মাধ্যমিক (নবম – দশম শ্রেণি)	জিপিএ ৩ অথবা গড়ে ৫০% নম্বর
উচ্চ মাধ্যমিক (একাদশ- দ্বাদশ)	জিপিএ ৩ অথবা গড়ে ৫০% নম্বর
উচ্চশিক্ষা (স্নাতক- স্নাতকোত্তর) অথবা সমমানের	নূন্যতম সিজিপিএ ২.৫ (৪.০০)
এমবিবিএস/প্রকৌশলী	নূন্যতম সিজিপিএ ২.৫ (৪.০০)